দৈনিক বাংলা

তারিখ ১৩/১/৮২
পৃষ্ঠা ...

প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার মঙ্গলবার কুমিল্লায় মেহনপুর-উজিরকান্দি-মজিদপুর খাল পুনর্খনন কাজ উদ্বোধন করেন

খাদ্যে স্বনির্ভর না হওয়া পর্যন্ত খাল খনন চলবেঃ সাত্তার

দাউদকান্দি (কুমিল্লা), ১২ই জানুয়ারী (বাসস)।—প্রেসিডেন্ট আবদুস সাত্তার আজ সকালে এখানে ১২ মাইল দীর্ঘ মেহনপুর-উজিরকান্দি-মজিদপুর খাল পুনর্খনন কাজ উদ্বোধন করেন।

এই খাল পুনর্খননের কাজ শেষ হলে ১২ হাজার একর জমিতে পানি সেচের সুবিধা হবে এবং আড়াই লাখ টাকার বাড়তি ফসল ফলবে। এই খাল সেচ এলাকায় বছরে তিনটি ফসল আবাদ করার পক্ষেও সহায়ক হবে।

খাল এলাকায় এক বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দানকালে প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশ যে-পর্যন্ত খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হচ্ছে, খাল-খনন কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে। জনসাধারণের মধ্যে এ কর্মসূচী বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে, কারণ এর আগেই তারা এর ফায়দা পেতে শুরু করেছেন।

প্রেসিডেন্ট সাত্তার বলেন, সরকার স্বনির্ভর গ্রাম-সরকারের মাধ্যমে দেশের ৬৮ হাজার গ্রামের সব ক'টিকে স্বনির্ভর করতে বদ্ধপরিকর।

গণসাক্ষরতা কার্যক্রম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক নিরক্ষর। এত বিপুল-সংখ্যক লোককে দীর্ঘকাল নিরক্ষর রেখে দেশ কখনই অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারবে না। তিনি সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিরক্ষরতার অভিশাপ মোচনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

দাউদকান্দির একটি গ্রাম—কৈরারপাড় নিরক্ষরতার অভিশাপ-মুক্ত হওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, কৈরারপাড়ের এ দৃষ্টান্ত অন্যদের অনুসরণ করা উচিত।

দেশের বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট সাত্তার বলেন, এ হার আর বাড়লে চলবে না—অবশ্যই একে রোধ করতে হবে, নইলে সব উন্নয়ন প্রচেষ্টা অর্থহীন হয়ে

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

দাঁড়াবে।

এর আগে প্রেসিডেন্ট হাতিনা বিল খাল পুনর্খনন কাজ উদ্বোধন করেন। এ কাজ শেষ হলে ৬ হাজার একর জমিতে পানি সেচের সুবিধা হবে এবং বাড়তি দেড় লাখ মন খাদ্যশস্য ফলবে।

সমাবেশে যুব উন্নয়ন মন্ত্রী জনাব আবুল কাশেমও বক্তৃতা করেন।